" বিশেষ যুগের বিশেষ ফল "

আজ বিশ্ব কল্যাণকারী বাবা নিজের বিশ্ব কল্যাণের সেবাকার্যে আধারমূর্ত বাচ্চাদের দেখছেন । এই আধারমূর্ত বাচ্চারাই হল বিশ্ব পরিবর্তনের কার্যে বিশেষতম আত্মা । এমন বিশেষ আত্মাদের বাপদাদা সর্বদা বিশেষ নজরে দেখেন । প্রত্যেক বিশেষ আত্মার বিশেষত্ব সর্বদা বাপদাদার সম্মুখে স্পষ্টভাবে অঙ্কিত রয়েছে । প্রতিটি বাচ্চা হল মহান, পুণ্যাত্মা । পুরুষোত্তম অর্থাৎ দেবাত্মা । বিশ্ব পরিবর্তনের সেবা কার্যে নিমিত্ত আত্মা । এমনভাবে নিজ স্বরূপ দেখেছ কি? কিরূপ ছিলে এবং কি স্বরূপ হয়েছে? এতটাই মহান অন্তর সামনে থাকে কি ? এই অন্তরটি মহামন্ত্র স্বরূপ স্বত:তই পরিণত করে দেয়। এমন অনুভব করো কি ? যেমন বাবার সামনে সর্বদা প্রতিটি সন্তান বিশেষ আত্মা রূপে সম্মুখীন থাকে , তেমনই তোমরাও সকলে নিজের বিশেষত্ব এবং সকলের বিশেষত্ব গুলির দর্শন করো কি? সর্বদা পাঁকে ফোটা পদ্ম ফুলকে দেখো কি ? না পাঁক এবং পদ্ম দুটোই দেখো ? সঙ্গমযুগ হল বিশেষ যুগ এবং এই বিশেষ যুগে তোমরা হলে বিশেষ আত্মা এবং তোমাদের রয়েছে বিশেষ পার্ট কারণ বাপদাদার সহযোগী হলে তোমরা। বিশেষ আত্মাদের কর্তব্য গুলি কি? স্ব- স্বরূপের বিশেষত্ব দ্বারা বিশেষ কার্যে ব্যস্ত থাকা অর্থাৎ নিজের বিশেষত্বের বর্ণনা না করে বিশেষত্বের আধারে বিশেষ কার্য করে দেখানো। যত নিজের বিশেষত্ব গুলি মন্সা , বাচা এবং কর্মনা সেবায় নিয়োজিত করবে সেই বিশেষত্ব গুলি বিস্তার রূপ লাভ করবে। সেবায় লাগানো অর্থাৎ একটি বীজের সাহায্যে অনেক ফলের প্রত্যক্ষতা । এইরূপে নিজের চেকিং করো যে বাবা প্রদত্ত এই শ্রেষ্ঠ জীবনে যে জন্ম সিদ্ধ অধিকার রূপে বিশেষত্বের প্রাপ্তি হয়েছে সেসব কেবল বীজ রূপেই রয়েছে নাকি বীজকে সেবার ভূমিতে রোপণ করে বিস্তার করাও হয়েছে ? অর্থাৎ নিজ স্বরূপের অথবা সেবার সিদ্ধি স্বরূপের অনুভব হয়েছে কি? বাপদাদা সর্ব সন্তানের বিশেষত্বের ভাগ্য জন্ম থেকেই লিখে দিয়েছেন । জন্ম থেকেই প্রতিটি বাচ্চার কপালে বিশেষত্বের ভাগ্য জ্বলজ্বল করছেই। কোনো বাচ্চাই এই ভাগ্য থেকে বঞ্চিত নয়। এই ভাগ্য তো জাগ্রত আছেই। তাহলে অন্তর বা তফাতটা কোথায় ? কেউ এই বরদানের বীজকে , ভাগ্যের বীজকে বা জন্ম সিদ্ধ অধিকারের বীজকে বিস্তার করে , কেউ বীজকে কাজে না লাগিয়ে বীজকেই শক্তিহীন করে দেয়। যেমন সঠিক সময়ে বীজকে কাজে না লাগালে বীজ ফলপ্রসূ হয়না । কেউ আবার কি করে ? সেবার ভূমিতে বীজারোপণ করেই ফল হওয়ার আগেই বৃক্ষ দেখে সেই আনন্দেই মেতে ওঠে যে বীজকে কাজে লাগানো হয়েছে । ফলে রেজাল্ট কি হয়? বৃক্ষ বৃদ্ধি পায় , শাখা-প্রশাখায় ভরা বৃক্ষে ফল হয়না। বৃক্ষ দেখতেই হয় সুন্দর কিন্তু ফল হয়না অর্থাৎ জন্ম সিদ্ধ অধিকার রূপে যে বিশেষত্ব প্রাপ্ত হয়েছে সেই বিশেষত্বের দ্বারা না-ই স্বয়ং সফলতার ফল প্রাপ্ত করে আর না-ই অন্যদের সেই বিশেষত্ব দ্বারা সফল স্বরূপে পরিবর্তন করতে পারে । বিশেষত্বের বীজের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ফল হল "সন্তুষ্টতা" । তাই আজকালকার ভক্তরা সন্তোষী মাতার পূজা বেশী করে। তো সন্তুষ্ট থাকা এবং সকলকে সন্তুষ্ট করে রাখা , এই হল বিশেষ যুগের বিশেষ ফল।

অনেক বাচ্চারা ফল প্রদানকারী স্বরূপে পরিণত হয়না। বৃক্ষের বিস্তার অর্থাৎ সেবায় বিস্তার করবে কিন্তু সন্তুষ্টতার ফল ছাড়া বৃক্ষ কি কাজের ? তো বিশেষত্বের বরদান বা বীজকে সর্বশক্তির জল দ্বারা সিঞ্চন করলে বীজ ফলপ্রসূ হবে। নাহলে বিস্তৃত বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা সময় অসময়ের ঝড়-ঝঞ্ঝার ফলে ভেঙে পড়বে । ফলে কি হবে ? বৃক্ষ থাকবে কিন্তু শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাবে। একদিকে

শুকিয়ে থাকা বৃক্ষ যাতে এগিয়ে যাওয়ার উৎসাহ আনন্দ নেই , রুহানী নেশা নেই কোনো সবুজের ছোঁয়া নেই , না বীজে না-বৃক্ষে । আর অন্যদিকে সর্বদা সবুজে ভরা ফলদায়ী বৃক্ষ । কোনটা ভাল লাগবে? তাই বাপদাদা বিশেষত্বের বরদানী শক্তিশালী বীজ সব বাচ্চাদের প্রদান করেছেন । শুধুমাত্র বিধি অনুসারে ফলদায়ী রূপে পরিণত করো। এই হল নিজের বিশেষত্বের কথা । এবারে বিশেষ আত্মাদের সম্পর্কে সর্বদা থাকো কারণ ব্রাহ্মণ পরিবার অর্থাৎ বিশেষ আত্মাদের পরিবার । তো পরিবারের সকলের কেবল বিশেষত্বই দেখো। বিশেষত্ব দেখার দৃষ্টি ধারণ করো অর্থাৎ বিশেষ চশমা পড়ো। আজকাল ফ্যাশন এবং বাধ্যবাধকতার পরিণতি হল এই চশমা পড়ার প্রবৃত্তি । তো বিশেষত্ব দেখার চশমা পড়লে অন্য কিছুই দেখতে পাবেনা । যখন সাইন্সের সাধন দ্বারা লাল চশমা চোখে দিলে সবুজ বস্তুও লাল দেখায় সেইরকম বিশেষত্বের দৃষ্টি দ্বারা দেখলে সর্বদা বিশেষত্বই দেখতে পাবে। পাঁক দর্শন না করে পদ্ম পুষ্পের দর্শন করবে আর প্রত্যেকের বিশেষত্ব দ্বারা বিশ্ব পরিবর্তনের কাজের নিমিত্ত হয়ে যাবে। তো প্রথম কথা হল নিজের বিশেষত্বকে কাজে লাগাও , বিস্তার করে ফলদায়ী করো, দ্বিতীয় কথা হল সকলের মধ্যে বিশেষত্বকে দেখো। তৃতীয় কথা হল সকলের বিশেষত্বকে কাজে লাগাও। চতুর্থ কথা তুমি হলে বিশেষ যুগের বিশেষ আত্মা তাই সর্বদা বিশেষ সঙ্কল্প , কথা এবং কর্ম করতে হবে। তাহলে কি হয়ে যাবে? বিশেষ সময় পাবে কারণ বিশেষ না ভাবলে নিজের কারণে নিজের বিঘ্ন এবং সম্পর্কের দ্বারা ঘটিত বিঘ্নের সম্মুখীন হওয়াতে সময় নষ্ট হয় কারণ নিজের দুর্বলতা বা অন্যদের দুর্বলতার কথা কাহিনী ও কীর্তন দুটোই লম্বা হয়। যেমন তোমাদের স্মৃতিচিন্হ রামায়ণেই দেখ না-- তো কাহিনী এবং কীর্তন দুটোই বেশ আকর্ষণীয় এবং বিশাল । কিন্তু আছে কি? বিশেষত্ব না দেখে ঈর্ষাতে রইলে কাহিনী কীর্তন লম্বা হয়ে যায়। তেমনই বিশেষত্ব না দেখলে লক্ষ্মী-নারায়ণের কাহিনীর পরিবর্তে রাম কাহিনী হয়ে যায় এবং এই কথা কীর্তনে নিজের এবং সেবার সময় ব্যর্থ নষ্ট করো। আরও মজার কাজ করো যে শুধুমাত্র একলা কীর্তন কাহিনী রচনা করোনা বরং কীর্তন মন্ডলী তৈরী করে নাও- সেইজন্য বলা হয়েছে এই ব্যর্থ কীর্তন কাহিনী থেকে সময় বাঁচিয়ে নিলে বিশেষ সময়ও পেয়ে যাও। তাহলে বুঝলে কি করণীয়, কি করণীয় নয় ? যেমন আজকাল দুনিয়ায় কাউকে বলো ভক্তির ফল প্রাপ্ত করো সহজ রাজযোগী হও তো বিশেষ রুচি কিসে দেখাবে ? ভক্তির কথা কীর্তনে বেশ রুচি দেখাবে তাইনা ! মনোরঞ্জন ভাবে। তেমনই অনেক বিশেষ আত্মারা ব্যর্থ রামকাহিনীর মন্ডলীতে বা কীর্তন মন্ডলীতে বিশেষ মনোরঞ্জন অনুভব করে। এমন সময়ে যদি ঐ আত্মাদের বলা হয় যে ছেড়ে দাও এইসব কীর্তন কাহিনী , শান্তিতে থাকো তো মানবেই না কারণ সংস্কার রয়েছে কিনা । এবারে এই কীর্তন মন্ডলী সমাপ্ত করো। বুঝলে ? বিশেষ আত্মাদের সভায় বসে আছো কিনা এবং গ্রুপও হল বিশেষ কিনা । দুটোই তো আসন রয়েছে । একটি হল প্রবেশতার আসন দ্বিতীয় হল রাজ্য আসন। সে হল রাজ্যের চাবিকাঠি প্রাপ্ত করার আসন (কলকাতা) আর এই হল রাজত্ব করার আসন (দিল্লী) , তো দুটো আসন হল কিনা ? তো দুটোরই বিশেষত্ব রয়েছে, তাই না! চাবিকাঠি না থাকলে রাজত্বও মিলবে না , সেই জন্য বিশেষত্বকে ভুলে যেওনা । আচ্ছা !

এমনই সর্বদা বিশেষত্ব দেখে , বিশেষত্বকে কাজে লাগায় , বিশেষ সময় সেবায় লাগিয়ে সেবার প্রত্যক্ষ ফল খায় , সর্বদা সন্তুষ্ট আত্মা , সর্বদা সন্তুষ্টতার কিরণ দ্বারা সর্বকে সন্তুষ্ট করে , এমন বিশেষ আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা এবং নমস্কার ।

পার্টিদের *সঙ্গে* *সাক্ষাতকার*

১. আওয়াজ থেকে দূরে থাকার যুক্তি জানো কি ? অশরীরী হওয়া অর্থাৎ আওয়াজ থেকে দূরে থাকা । শরীর থাকলেই আওয়াজ আছে । শরীর থেকে দূরে গেলেই সাইলেন্স । সাইলেন্সের শক্তি যে কতটা মহান তার অনুভবী তো হয়েছ তাই না ?
সাইলেন্সের শক্তি দ্বারা সৃষ্টির স্থাপনা করছ। সাইন্সের শক্তি দ্বারা বিনাশ , সাইলেন্সের শক্তি দ্বারা স্থাপনা । তাহলে বুঝতে পেরেছ তো যে আমরা নিজের সাইলেন্সের শক্তি দ্বারা স্থাপনার কার্য করছি।
আমরা হলাম স্থাপনার কার্যে নিমিত্ত স্বরূপ তো স্বয়ং সাইলেন্স রূপে স্থির হলে তবেই স্থাপনার কার্য সম্পন্ন হবে। স্বয়ং অস্থিরতার স্থিতিতে থাকলে স্থাপনার কার্য সফল হবেনা । বিশ্বে সবচেয়ে প্রিয় বস্তু হল শান্তি বা সাইলেন্স । এরজন্য কত বিশাল কনফারেন্স ইত্যাদির আয়োজন হয়। শান্তি প্রাপ্ত করাটাই সকলের একমাত্র লক্ষ্য । এইটিই সবচেয়ে প্রিয় এবং শক্তিশালী বস্তু কিনা । আর তোমরা জানো যে সাইলেন্স তো আমাদের স্বধর্ম । যতটা আওয়াজ করা সহজ অনুভব হয় ততটাই সেকেন্ডের মধ্যে আওয়াজ থেকে দূরে যাওয়া - এইরূপ অভ্যাস আছে কি? সাইলেন্সের শক্তির অনুভবী হয়েছ ? যে কোনো অশান্ত আত্মাকে শান্ত স্বরূপ স্থিতিতে স্থির হয়ে শান্তির কিরণ দিলেই অশান্তও শান্ত হয়ে যায়। শান্ত স্বরূপ থাকা অর্থাৎ সকলকে শান্তির কিরণ প্রদান করা। এই হল সেবাকার্য। বিশেষ শান্তির শক্তিকে বাড়াও । স্বয়ং প্রতি এবং অন্যদের প্রতি শান্তি প্রদানকারী হও। ভক্তরা শান্তিদেবা নামে স্মরণ করে কিনা? দেব অর্থাৎ দাতা স্বরূপ । যেমন বাবার মহিমা হল শান্তিদাতা তেমনই তোমরা হলে শান্তিদেবা । এই হল সবচেয়ে শ্রেষ্ঠতম মহাদান । যেখানে শান্তি আছে সেখানে সব কিছু আছে । তো সবাই শান্তিদেবা হয়েছ ? অশান্ত পরিবেশে থেকে স্বয়ং শান্ত স্বরূপে উপস্থিত থাকবে আর সবাইকে শান্ত স্বরূপে পরিণত করবে , যে সেবাকার্য হল বাপদাদার , সেই সেবাকার্যই হল বাচ্চাদের । বাপদাদা অশান্ত আত্মাদের শান্তি দান করেন তো বাচ্চাদেরও ফলো ফাদার করতে হবে। ব্রাহ্মণদের এই হল ধান্ধা । আচ্ছা !

২-- ব্রাহ্মণদের বিশেষ কর্তব্য হল জ্ঞান সূর্য হয়ে সমগ্র বিশ্বকে সর্বশক্তির কিরণ দান করা

সবাই বিশ্ব কল্যাণকারী হয়ে বিশ্বকে সর্বশক্তির কিরণ দান করেছ ? মাস্টার জ্ঞানসূর্য কিনা তোমরা? তো সূর্যের কাজ কি? নিজের আলোকরশ্মি দ্বারা বিশ্বকে আলোকিত করে। তাহলে তোমরা সবাই মাস্টার জ্ঞান সূর্য রূপে সমগ্র বিশ্বকে সর্বশক্তির আলোকরশ্মি দান করছ তো ? সারাদিন কতোটা সময় এই সেবাকার্যে ব্যস্ত থাকো? ব্রাহ্মণ জীবনের বিশেষ কর্তব্য হল এই সেবা। বাকি সবকিছু নিমিত্ত মাত্র । ব্রাহ্মণ জীবন বা ব্রাহ্মণ জন্ম প্রাপ্ত হয়েছে বিশ্ব কল্যাণের সেবার জন্যে । তো সর্বদা এই কর্তব্য পালনে বিজি থাকো কি ? যে আত্মারা এই সেবায় তৎপর হবে । সে সর্বদা নির্বিঘ্ন হবে। বিঘ্ন তখন আসে যখন বুদ্ধি ফ্রী থাকে। সর্বদা বিজী থাকো তাহলেই স্বয়ংও নির্বিঘ্ন থাকবে এবং সর্বের প্রতিও থাকবে বিঘ্ন-বিনাশক । বিঘ্ন-বিনাশকের নিকটে বিঘ্ন কখনও আসতে পারেনা। আচ্ছা !

৩-- সঙ্গমযুগে ব্রাহ্মণদের বিশেষ স্থান হল বাপদাদার হৃদয়াসন :-
সকলেই নিজেকে বাপদাদার হৃদয় আসনে বিরাজিত অনুভব করো? এমন শ্রেষ্ঠ স্থান কখনও প্রাপ্ত হবেনা। সত্যযুগে হীরে এবং সোনার আসন প্রাপ্ত হবে কিন্তু হৃদয় আসন প্রাপ্ত হবেনা । তাহলে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণরাই হয় এবং তোমাদের শ্রেষ্ঠ স্থান হল হৃদয় আসন তাইজন্য ব্রাহ্মণ শিখা

অর্থাৎ উঁচু থেকে উঁচু স্থানধারী। এতটাই নেশা থাকে কি যে আমরা হলাম হৃদয় আসনে বিরাজিত? মুকুট রয়েছে , আসন রয়েছে , তিলকও রয়েছে । তো সর্বদা মুকুট , আসন , তিলকধারী থাকো তো? স্মৃতি ভব - এর অবিনাশী তিলকধারী স্বরূপে রয়েছ তো ? সর্বদা এই নেশাতেই থাকো যে সম্পূর্ণ কল্পে আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কেউ নয়। এই স্মৃতিই সর্বদা নেশায় রাখবে আর খুশীতে আনন্দে মগ্ন থাকবে।

৪-- রুহানী সেবাধারীর কর্তব্য হল লাইট হাউস স্বরূপে স্থিত থেকে সকলকে লাইট প্রদান করা :-

সর্বদা নিজেকে লাইট হাউস মনে করো কি? লাইট হাউস অর্থাৎ জ্যোতির বাস। এতটা অসীম জ্যোতি পুঞ্জ স্বরূপ অর্থাৎ লাইট স্বরূপ যে বিশ্বকে সর্বদা লাইট হাউস রূপে লাইট প্রদান করে। তাহলে লাইট হাউসে সর্বদা লাইট থাকে কি যাতে সে সর্বদা লাইট প্রদান করতে পারে । যদি লাইট হাউস নিজেই বিনা লাইটে থাকে তবে অন্যদের দেবে কিভাবে ? হাউসে সব উপকরণই থাকে । তো এখানেও লাইট হাউস অর্থাৎ সদা যেন লাইট জমা থাকে, লাইট হাউস রূপে লাইট প্রদান করা - এই হল ব্রাহ্মণদের অক্যুপেশান। সত্যিকারের রুহানী সেবাধারী মহাদানী অর্থাৎ লাইট হাউস স্বরূপ হবে। দাতার সন্তান দাতা স্বরূপ হবে। শুধুমাত্র নিলে চলবেনা দিতেও হবে। যত দেবে ততই স্বত:তই বৃদ্ধি হবে । বৃদ্ধির সাধন হল দান।

৫- সর্ব বরদানে সম্পন্ন হওয়ার সময় হল সঙ্গমযুগ

এই শ্রেষ্ঠ সময়ের মহত্বকে বা সময়ের বরদানকে জানো কি? তো সঙ্গম রূপী এই বরদানী সময়ে স্বয়ংকে বরদানে সম্পন্ন করেছ? কারণ এই কথা তো জানো যে বিধাতার বরদানের ভান্ডার ভরপুরও রয়েছে এবং ভান্ডার খোলা রয়েছে , যে যত চাইবে তত নিজেকে মালামাল করতে পারে । তো এমন মালামাল হয়েছ কি ? একটু খাজানা নিয়ে একটুতেই সন্তুষ্ট হোয়োনা । নেবে তো সম্পূর্ণ নেবে, একটু নয়। যে হবে অধিকারী আত্মা সে একটুতে সন্তুষ্ট হবেনা । নম্বরওয়ান হবে , সম্পূর্ণ নিয়ে সম্পন্ন হবে। তো এইরূপ লক্ষ্য এবং লক্ষণ যেন সমান হয়। সর্বদা প্রতিটি কথায় ব্যালেন্সের আধারে বাবা এবং সকলের ব্লেসিং প্রাপ্ত হবে এবং ব্লিসফুল লাইফ হয়ে যাবে। ব্যালেন্সের দ্বারা ব্লেসিং দেওয়া ও ব্লেসিং নেওয়া , এই মুখ্য উপহার মধুবন থেকে নিয়ে যাবে। এইটি হল এখানকার রিফ্রেসমেন্ট । আচ্ছা - ওমশান্তি ।

বরদান :- মনমনাভবের বিধি দ্বারা মনরস স্থিতির অনুভব করতে পারে এবং করাতে পারে এমন সর্ব বন্ধনমুক্ত ভব।

যে বাচ্চারা লোহার শৃঙ্খল এবং সুক্ষ্ম সুতোর বন্ধনকে কাটিয়ে বন্ধনমুক্ত স্থিতিতে থাকে তারা-ই কলিযুগী স্থূল বস্তুর রসনা বা মনের চাহিদা থেকে মুক্ত হয়ে যায়। তাদের দেহ-অভিমান বা দেহের পুরানো দুনিয়ার কোনো বস্তু একটুও আকৃষ্ট করে না। যখন কোনো ইন্দ্রিয়ের রসনা অর্থাৎ বিনাশী রসনার দিকে আকর্ষণ থাকে না, তখনই অলৌকিক অতিন্দ্রীয় সুখ বা মনরস স্থিতির অনুভব হয়। এর জন্যে নিরন্তর মনমনাভবের স্থিতিতে স্থির থাকার প্রয়োজন হয়।

স্লোগান :- সত্যিকারের সেবা হল যে সেবায় সর্বের আশীর্বাদের সাথে খুশীর অনুভূতি হয়।